আনসার ও ভিডিপি'র ৩১তম জাতীয় সমাবেশ - কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

অফিসার্স মেস, আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর, মঙ্গলবার, ০৩ ফাল্গুন ১৪১৭, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী,

স্বরাষ্ট্র সচিব,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক,

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কিছুক্ষণ আগে আপনাদের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ, চমৎকার গ্যালারি ডিসপ্লে, গ্রামীণ জনপদের জীবনমুখী নাটক ও কোরিওগ্রাফি দেখলাম।

এসবই আপনাদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও উন্নত প্রশিক্ষণের ফসল। এজন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা  রয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনী এবং সমতল এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে আপনারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি এসএসএফ এবং র‌্যাব বাহিনীতেও আপনাদের সদস্যরা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন।

আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সমুদ্র, ইপিজেডসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা বিধানে আপনাদের ব্যাপক অবদান রয়েছে।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

আমি দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দেশে বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের যে কোন সময়ের চেয়ে ভাল। কিন্তু এতে আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই। জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় আমাদের আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

যেকোন অপতৎপরতা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কোনভাবেই ছাড় দেওয়া যাবে না। মাদক-ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ্রামেগঞ্জে একশ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী শান্তির ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে। আনসার-ভিডিপি'র সদস্যদের তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

            আমরা আনসার-ভিডিপি বাহিনীকে আরও সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও গতিশীল করতে চাই।

২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে বর্তমান সরকার বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিজস্ব ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আপনাদের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সরঞ্জামাদি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এজন্য আপনাদের দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাতে আপনারা তৃণমূল পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন।

আমরা আরও চারটি আনসার ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। অচিরেই তা বাস্তবায়িত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের পদোন্নতি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদবীসমূহ পরিবর্তন করে অন্যান্য ক্যাডারের পদবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

দেশের বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে এককভাবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যপদ্ধতি বা বিধিমালা খুব শিগগিরই প্রণয়ন করা হবে।

আপনাদের ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালনের বিষয়টি বিবেচনা করে অন্যান্য বাহিনীর মত ঝুঁকিভাতা চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

গ্রাম থেকে সদরদপ্তর পর্যন্ত সমান দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততা সহকারে আপনাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে।

গ্রামের প্লাটুনগুলোকে আরও সুসংগঠিত এবং সব সদস্য-সদস্যার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আত্মকর্মসংস্থানমুখী করতে সহায়তা করতে পারে।

সেজন্য গ্রামের ক্লাব-সমিতিগুলোকে আরও শক্তিশালী ও কর্মতৎপর করতে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছি। সকল ইউনিটকে নিয়মিত যোগাযোগ, পরিদর্শন ও তদারকির মধ্যে রাখতে হবে।

সেখানে আপনাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৎ ও বলিষ্ঠ নেতা-নেত্রী এবং উৎসাহী কর্মী তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, উৎসাহী, সৎ ও বলিষ্ঠ নেতা কর্মীগণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

অধীনস্থদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখবেন। তাঁদের খোঁজখবর নিবেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁদের সঠিক ও সুষ্পষ্ট নির্দেশ ও পরামর্শ দিবেন।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

এ বাহিনী যেমন একটি শৃঙ্খলা বাহিনী, তেমনি এর বেশিরভাগ সদস্য-সদস্যা স্বেচ্ছাসেবী। এই দ্বৈতভূমিকা সম্পাদনে আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

গ্রাম পর্যায়ের ইউনিটসমূহকে আরও সুসংগঠিত করে সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

আমি আপনাদের কাছে সেই দেশপ্রেম, বিবেক ও দায়িত্বশীলতা আশা করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনারা সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ হলে এবং সক্রিয় হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও ব্যাপক উন্নতি হবে।

প্রিয় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ,

আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি আপনাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা খাতে বার্ষিক বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে।

আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমি জানি। আমরা সেগুলো ধাপে ধাপে দূর করব, ইনশাআল্লাহ।

সেই সঙ্গে আশা করছি আপনাদের কর্মকান্ড ও শ্রম দ্বারা এ বাহিনীর ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল করবেন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশকে স্বনির্ভর, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে কার্যকর অবদান রাখবেন।

এ বাহিনীর উন্নয়নে আমি সম্ভব সবকিছু করব, ইনশাল্লাহ। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আপনাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......